পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন

১৮এ ব্রাবোর্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
(বি.ই.এফ.আই-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠন)
রেজিঃ নং— ৪১৯৯

PNB SRAMIK UNION DIAMOND JUBILEE YEAR

সার্কুলার নং- ০৪ / ২০১৭

তারিখ – ১০.০২.২০১৭

প্রিয় সাথী, **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক ও অনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।**

নয়া আর্থিক নীতির প্রবাহকালে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্ক শিল্পে সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া এক নতুন মাত্রা এনেছে।এই ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের নীতি গ্রাহকদের স্বার্থে নয়।আর্ন্তজাতিক লগ্নি পুজিকে আমাদের দেশে আহ্বান করার পথ মসৃণ করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত বিপুল পরিমাণ আমানতকে একত্রীকরণের মাধ্যমে লুঠের চক্রান্ত হচ্ছে।কেন্দ্রীয় সরকারের এই সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়াকে মসৃণ করার লক্ষ্যে আমাদের ব্যাঙ্কের কলকাতা সার্কেলের কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিককালে কলকাতার আটটি শাখাকে অন্য শাখার সাথে সংযুক্তিকরণের নাম করে বন্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।যার মধ্যে অধিকাংশই লাভজনক শাখা। কলকাতা সার্কেল হেডের এই উদ্যোগকে হেড অফিস কর্তৃপক্ষ মান্যতা দিয়েছিলেন।ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা চারটি সংগঠন অতি দ্রুততার সাথে আন্দোলনের কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলাম।শাখা সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলনে বিভিন্ন শাখার ব্যাপক অংশের কর্মচারী ও গ্রাহকরা সামিল হয়েছিলেন।সার্কেল অফিস/জোনাল অফিসে এ বিক্ষোভ সমাবেশ ও সার্কেল হেডকে ডেপুটেশনের কর্মসূচীতে কলকাতার বিভিন্ন শাখা থেকে বেশ ভাল সংখ্যক কর্মচারী ও অফিসার বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।সেই বিক্ষোভ সমাবেশ এক ব্যাপক জমায়েতের আকার নিয়েছিল।

পরবর্তীকালে সার্কেল হেডের উপস্থিতিতে আমাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তিনটি শাখা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।পরিবর্তে তিনটি নতুন শাখা খোলার প্রতিশ্রুতি কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন।কিন্তু কোন অজানা কারণ বশত সেই প্রতিশ্রুতি রাখার কোনো উদ্দ্যোগ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনো লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।অথচ কর্তৃপক্ষ পুনরায় কিছু শাখা সংযুক্তিকরণের লক্ষ্যে গোপনে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছেন।যেহেতু শাখা সংযুক্তিকরণের বিষয় হেড অফিসের মান্যতার সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে,সেই কারণে পুনরায় হেড অফিসের মান্যতার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে।

এছাড়াও কলকাতা সার্কেলের কর্তৃপক্ষের কিছু নেতিবাচক,অমানবিক ও কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে সার্কেলে বিভিন্ন শাখাতে বর্তমানে কাজের পরিবেশ কর্মবান্ধব নয়। এক অসহ্য দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে কর্মচারীদের কাজ করতে হচ্ছে।

বর্তমানে কলকাতা সার্কেলে প্রায় সব শাখাতে করনিক ও পিওনদের বিপুল সংখ্যক শুন্যপদ তৈরী হয়েছে বিভিন্ন কারণে। কর্মচারীদের পদন্নতী ও অবসর গ্রহণ একটা বড় কারণ। কলকাতা সার্কেলে করনিকের শুন্যপদ ১০০ এর অধিক। বর্ধ্মান ও মেদিনীপুর সার্কেলেও করনিকের শুন্যপদ পর্যাপ্ত পরিমানে আছে।কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নতুন কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট উদ্যোগ নেই।উপরোন্ত কলকাতা সার্কেলের শাখায় শাখায় ডেপুটেশনের নামে কর্মচারীদের চুড়ান্ত ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। মহিলা কর্মচারীরা বেশী করে এই ধরনের হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে গ্রাহক পরিসেবা।কর্তৃপক্ষের এই ধরণের ঘৃণ্য পদক্ষেপের আমরা প্রতিবাদ করছি।

অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয় সংক্ষিপ্তকরণের অজুহাতে প্রতিটি শাখাতে কর্তৃপক্ষ কিছু অপরিপক সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন,যাহা নিম্নরূপঃ

- বরিষ্ঠ কর্মচারীদের ন্যায্য স্থানাপন্ন ভাতা (officiating allowances) থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।যাহা আমাদের ব্যাঙ্কের HRMS নিয়মনীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ রুপে বৈধ।প্রতিটি শাখাতে কলকাতা সার্কেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শাখা প্রবন্ধকরা এই অমানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাঙ্কের অর্থব্যয় কমানোর দ্বায়িত্ব কি শুধু মাত্র কর্মচারীদের উপর বর্তায় ?
  এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারনে শাখায় শাখায় সুষ্ঠভাবে গ্রাহক পরিসেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।
- যান্ত্রিক কারণে বিদ্যুত পরিসেবা তে বিঘ্ন ঘটলে শাখায় শাখায় বিদ্যুত সরবরাহের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই।যে সকল শাখাতে বিকল্প ব্যবস্থা ছিল তা এক অদ্ভুত আচরনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।যদিও কর্তৃপক্ষ ত্রৈমাসিক আলোচনাতে শাখায় শাখায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

নোট বাতিলের কারণে গত ১০ই নভেম্বর২০১৬ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর২০১৬ পর্য্যন্ত আমাদের রাজ্যের কর্মচারীরা এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে গ্রাহক পরিসেবা দিয়েছেন যাহা একপ্রকার অকল্পনীয়।বেশ কিছু শাখাতে কর্মচারীরা প্রায় মধ্যরাত্রে বাসস্থানে ফিরেছেন।এমনকি মহিলা কর্মচারীদেরও এই একই প্রতিকুলতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।এইরকম শ্বাসরোধ করা পরিবেশে সারা রাজ্যের প্রতিটি শাখাতে কর্মচারীরা স্বাভাবিক কাজের ঘন্টার পরবর্তীতে অতিরিক্ত সময়ে গ্রাহক পরিসেবা দিতে বাধ্য হয়েছেন।অতিরিক্ত ব্যাঙ্কিং পরিসেবার ক্ষেত্রে হেড অফিসের নির্দিষ্ট সার্কুলার ব্যতিরেকে কর্মচারীরা শাখায় শাখায় অতিরিক্ত সময়ে গ্রাহক পরিসেবা দিয়েছেন ওই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার জন্য।।কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিগত জানুয়ারী ২০১৭ এর বেতনেও কর্মচারীরা অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য প্রকৃত ক্ষতিপুরণ পান নি। এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের একতরফা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহন কর্মচারীদের কাছে ভীষণভাবে অমর্যাদাকর। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রতিটি শাখাতে কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আগামীদিনে সুষ্ঠভাবে গ্রাহক পরিসেবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।আমরা এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের তিনজন সার্কেল হেড ও জোনাল ম্যানেজারকে চিঠি দিয়েছি ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করেছি।

বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে অবতীর্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছি।

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

আগামীদিনে এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি শাখা কমিটিকে প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।এই সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমাদের ব্যাঙ্কের অন্যান্য অংশের কর্মচারী,অফিসার বন্ধু ও গ্রাহকদের ব্যাপক অংশকে এই সংগ্রামে সাথী করে আগামীদিনে আমাদের উপযুক্ত দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে হবে।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,

(সাধারণ সম্পাদক)

(Text of letter dt.04.02.2017 submitted to 03 (three) circle heads in our state)

==========

Dt.04.02.2017

The Circle Head
Punjab National Bank
Kolkata/Midnapu/Burdwan Circle
West Bengal

Sir, Reg:: Payment of Over Time

We are constrained to bring your solemn attention to an exigent issue on which your office takes such stands which are not in consonance with the purport of the HO guideline.

Ever since the Govt.of India announced the demonetization scheme on 8th November`2016,the entire banking industry is now under turmoil.On the other hand,the banking customers and general public are put to unwarranted difficulties and on the other hand,the employees and officers in their banks have also been facing extreme difficulties and problems.

Like all over the country,In our state PNB employees have rendered service beyond their stipulated duty hours,even up to 12 hours or more a day,to catter to rush of public,both clientele and non-clientele,flocking the counters for deposit,for exchange till 24 of November`2016,demonetised currency-notes/for withdrawl of cash.Out of their social commitment,the employees have been exerting their best,being the frontier representatives of the branches concerned ,even frequently being manhandled by the dusky people.In spite of that In all the branches in your circle,the authority put together immense pressure on the employees without giving suitable manpower.

Most unambiguous provisions in regards to payment of appropriate compensation have so far been honoured through unruly violations in so many branches of our Bank in your circle.Employees are naturally aggrieved as because the OverTime amount is not being reflected even in the salary of JANUARY`2017 also.We misdoubt,may,any time,find very much unhappy expressions from the employees,causing derailment of Industrial relation and breakage of normal Banking services at this crucial period for the Banking sector.

The disposition of actuality relates to Over time payment in your circle as under::

- A good number of branches in your circle had utterly no reflection of Over time in the salary for the month of January`2017.As a result the employees in general are very much distracted due to this deserted attitude of the bank management after giving impassive service in the demonetisation period.The schedule of the branches is enclosed herewith.

- The employees in the branches in your circle were overstayed for so many hours in the branch after the normal working hours for giving painstaking services to the customers/employees /nation.Even the lady employees went to their residense nearly at mid night for multipart days in this period.This hard work done by the employees in this echelon were obtained by Bank management as well as the Govt.of India in so many occasions.But when it comes to extend proper compensation for the long extra hours of additional work done by the employees in your circle,there is disrelish & volatility from the part of the Bank authority even the plentiful documentary evidence like the office order issued by the Incumbent incharges as well as the definable time of Day-End in the system is there.This is very much inadmissble that the authority is fixing the hours capriciously for giving compensation to the employees which is unfounded and nothing tweedledum with the work done actually for so many days.

In view of the facts narrated above we urge upon you to take the momentous steps to intervene in the matter immediately to give equity to the employees of your circle otherwise it becomes pernicious to maintain tunable and healthy relationship required to ensure steady development of the circle as a whole and the deceived employees will be rather constrained to inhabit in front of the court of law in future for true justice.

Thanking You,

Yours Faithfully,
SRIJIT SENGUPTA